JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্ব ও পারিবারিক বন্ধন: সমাজের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি

Provat Das

Research Scholar, Department of Bengali

Seacom Skills University

কথা মুখ

দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রগণ্য নাট্যকার, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজবাস্তবতার অভূতপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধ এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই প্রবন্ধে, "নীলদর্পণ" এবং "সধবার একাদশী" নাটকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্রদের মাধ্যমে মাতৃত্বের ভাব, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও শোষণের প্রতিফলন দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে এই নারীরা কেবলই অবদমিত নয়; তারা মমতা ও স্নেহের প্রতীক হিসেবে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

"নীলদর্পণ"-এ কৃষিজীবী সমাজের শোষণ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাতৃত্বের শক্তি তুলে ধরেছেন নাট্যকার, যা কেবল নিজের সন্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর জন্য। এটি নিঃসন্দেহে তৎকালীন সমাজের মধ্যে মাতৃত্বের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।

অপরদিকে, "সধবার একাদশী" নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ধর্মীয় আচরণ এবং মাতৃত্বের সংকট ফুটে উঠেছে। মাতৃত্ব এখানে কেবল শারীরিক নয়, বরং আত্মিক ও নৈতিক; এই নারীরা তাদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য যে আত্মত্যাগ করে, তা সমাজের নিয়মকানুন ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিপরীতে দাঁড়ায়।

এই প্রবন্ধে উপসংহারে প্রমাণিত হয় যে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধকে এক বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের মাতৃত্ব কেবল পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইভাবে, তার নাটকে নারীদের একটি প্রতিবাদী ও সৃজনশীল শক্তির প্রকাশ হয়ে ওঠে।

নিম্নবর্গীয় নারীদের অবস্থান

দীনবন্ধু মিত্রের নাম উঠলেই আমাদের মনে পড়ে এক অন্যরকম সমাজের কথা, যেখানে মানুষ, বিশেষত নারী, জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি তখন এক বিশাল সামাজিক পরিবর্তনের

সাক্ষী; ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসনে বাংলার কৃষি-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, এবং পরিবারিক জীবন এক চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল (Kankaria & Banerjee, 2022)।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাট্যকর্মে শুধু সমাজের উপরতলার অভিজাত শ্রেণিকে নয়, বরং নিচুতলার সাধারণ মানুষ, বিশেষত নারীদের জীবনের গল্প তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে আমরা দেখতে পাই এক অসামান্য বাস্তবতার ছোঁয়া, যা সেই সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েনকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে (Anagol, 2017)।

তার লেখায় মাতৃত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীরা শুধুমাত্র গৃহকর্ত্রী বা গৃহিণী নয়, বরং একধরনের আত্মিক ও নৈতিক অভিভাবক। এই নারীরা শোষিত, নিপীড়িত এবং অবদমিত হলেও, তাদের মাতৃত্ববোধ একটি বিশেষ শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় (Ray, 2005)। মাতৃত্ব এখানে শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দেওয়া বা লালন-পালন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একধরনের মমতার বিস্তার, যা সমগ্র সমাজের প্রতি, বিশেষত নির্যাতিত মানুষের প্রতি। তাঁর নাট্যকর্মে নিম্নবর্গীয় নারীদের এই বোধের মধ্য দিয়ে সমাজের অব্যক্ত কষ্ট এবং শোষণের বিরুদ্ধে একটি নীরব প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন(Borthwick, 2015)।

তাঁর সবচেয়ে আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে "নীলদর্পণ" এক বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই নাটকে নীলচাষীদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার এবং শোষণের চিত্র এতটাই বাস্তবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। যদিও "নীলদর্পণ"-এ প্রধান নারী চরিত্রের নাম সরাসরি উল্লেখযোগ্য নয়, তবে এই নাটকে কৃষক পরিবারের নারীদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তাদের মাতৃত্ব কেবল তাদের নিজ পরিবারের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সমগ্র কৃষক সমাজের প্রতি তাদের স্নেহ এবং আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে ওঠে।

"সধবার একাদশী" নাটকে আমরা দেখতে পাই আরও একটি ভিন্ন ধরনের চিত্র। এখানে নিম্নবর্গীয় নারীদের দৈনন্দিন সংগ্রাম এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যে মাতৃত্ববোধের এক গভীর এবং সাংস্কৃতিক মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকে নারীরা সমাজের নিয়ম এবং ধর্মীয় বিধি মানলেও, তাদের মাতৃত্ব একটি শক্তিশালী মানবিক অনুভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়, যা তাদের নিজের সন্তানদের কল্যাণের জন্য একধরনের নীরব বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায়। এই নাটকের নারীরা শুধুমাত্র ধর্মপ্রাণ স্ত্রী নয়, তারা নিজের সন্তানদের রক্ষায় দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মাতা, যারা প্রয়োজনে সমাজের নিয়ম-কানুন অতিক্রম করে যায়।

এই নাটকগুলির সবচেয়ে বড় শক্তি সমাজচেতনা এবং মানুষকে গভীরভাবে বোঝার ক্ষমতা। তিনি নিম্নবর্গীয় নারীদের কেবলই নিপীড়িত চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেননি; বরং তাঁদের জীবনের কঠিন বাস্তবতা এবং স্নেহ-মমতার চিত্র এঁকেছেন, যা পাঠককে নাড়া দেয়। এই নারীরা তাঁদের মাতৃত্ববোধের মধ্য দিয়ে সমাজের অশান্তি এবং অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে, যদিও তা সরাসরি উচ্চারিত নয়। মাতৃত্ববোধ এখানে এক নীরব প্রতিবাদের শক্তি হিসেবে কাজ করে, যা তৎকালীন সমাজের শোষণের মুখে এক ধরনের মানবিকতা এবং ন্যায়বোধের প্রতীক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান ছিল বৈষম্যপূর্ণ। উচ্চবর্গের নারীরা কিছুটা শিক্ষা এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেলেও, নিম্নবর্গের নারীরা এই সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। তবে তাদের মমতা ছিল অটুট এবং তা ছিল জীবনের একমাত্র দৃঢ় আশ্রয়স্থল। দীনবন্ধু মিত্র, তাঁর নাটকে এই নারীদের মাতৃত্বের এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরে তাদের এক আলাদা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর লেখায় মাতৃত্ব একটি জীবনদর্শন, যা শুধু সন্তানদের লালন-পালন নয়, বরং সমগ্র সমাজের কল্যাণের দিকে ইঙ্গিত করে (Sangari & Vaid, 1990)।

এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব, কিভাবে তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধকে একধরনের প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সমাজের শোষণের বিরুদ্ধে এই মাতৃত্ব হয়ে ওঠে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক প্রতিরোধ, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজের এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। এইভাবে তিনি কেবল একজন নাট্যকার নন; তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার সেই সময়ের সমাজের এক বাস্তব কণ্ঠস্বর, যেখানে নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃসত্ত্বা এক নীরব বিপ্লবের প্রতীক (Ray, 2005)।

নীলদর্পণ-এ গ্রামীণ নারীদের চিত্রণ

"নীলদর্পণ" নাটকটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা, যা বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা এবং ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের একটি জীবন্ত দলিল। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত এই নাটক, দীনবন্ধু মিত্রের সর্বাধিক আলোচিত কাজগুলির মধ্যে অন্যতম, এবং এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। "নীলদর্পণ"-এ, মিত্র খুবই জীবন্তভাবে নিম্নবর্গীয় কৃষকদের সংগ্রাম এবং তাঁদের পরিবারের দুঃখ-কষ্টের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, বিশেষত নারীদের যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সইতে হয়েছে, তা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী।

"নীলদর্পণ"-এর কাহিনীতে কেন্দ্রীয় চরিত্রটি হল গোলক চন্দ্র বসু এবং তাঁর পরিবার, যা প্রতীকীভাবে সমগ্র বাংলার কৃষক সমাজকে উপস্থাপন করে। গোলক চন্দ্রের স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য নারী সদস্যদের কষ্ট এবং দুর্দশা শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত বিপন্নতা নয়, বরং তৎকালীন গ্রামীণ বাংলার নারীদের সার্বিক অবস্থার প্রতিফলন। এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নারীদের মাতৃত্ববোধের একটি শক্তিশালী চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা পরিবারের পরিসর অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও স্নেহ প্রকাশ করে ।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, "নীলদর্পণ"-এ নারীদের চরিত্রগুলি সরাসরি দৃশ্যে তেমনভাবে প্রকাশ পায় না; বরং তাঁরা পটভূমিতে থেকেই সমাজের নিঃশব্দ কান্ডারী হিসেবে উঠে আসেন। কৃষকদের স্ত্রী এবং মায়েরা একদিক দিয়ে সমাজের অব্যক্ত মমতার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। এই নাটকে নারীদের মাতৃত্ব শুধু সন্তানদের প্রতি নয়, বরং সমগ্র গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি এবং মমতার বিস্তার লক্ষণীয়। তাঁরা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তা বাংলার কৃষক পরিবারের চিরাচরিত জীবনের প্রতিফলন (Chatterjee, 1997)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মাতৃত্ববোধ ছিল সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো, যা পরিবারের সংহতি রক্ষায় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সহায়ক ছিল। "নীলদর্পণ"-এ আমরা দেখতে পাই যে মাতৃত্ব কিভাবে একধরনের সাংস্কৃতিক

প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ হিসেবে কাজ করে। মাতৃত্বের এই দিকটি নাট্যকার এতটাই গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তা বাংলার সমাজের অব্যক্ত ব্যথার প্রতিফলন হয়ে দাঁড়ায় (Sen, 2005)।

"নীলদর্পণ"-এর এই বিশেষ দিকটি বোঝার জন্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবেচনা করা জরুরি। তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্গীয় নারীরা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত এবং শোষিত, যাঁরা নিজেদের সত্তা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। তবে তাঁদের মাতৃত্ববোধ একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করে, যা তাঁদের জীবনে অর্থ এবং লড়াইয়ের উৎস ছিল। এই নাটকে, নারীদের এই মাতৃসত্ত্বাকে একধরনের নায়কত্বের রূপ দেওয়া হয়েছে, যা তাঁদের শুধু ভুক্তভোগী নয়, বরং সমাজের কান্ডারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে (Borthwick, 2015)।

নীলদর্পণ নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধ কেবল পারিবারিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নারীরা তাঁদের সন্তানদের সুরক্ষা ও কল্যাণের পাশাপাশি সমগ্র সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের মাতৃত্ববোধ সমাজের প্রতি সহানুভূতি ও সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে।

নাটকের চরিত্র আদুরী, যিনি একজন দাসী, তাঁর মাতৃত্ববোধের উদাহরণ প্রদান করে। তিনি শুধুমাত্র পরিবারের সেবা করেন না, বরং সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে, নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধ পারিবারিক সীমা ছাড়িয়ে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতিফলন ঘটায়।

নীলদর্পণ নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা প্রধানত কৃষক ও শ্রমজীবী পরিবারের সদস্য, যারা নীলকরদের অত্যাচারের শিকার। তাঁদের জীবনযাত্রা, ভাষা ও আচরণ থেকে তাঁদের নিম্নবর্গীয় পরিচয় স্পষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, আদুরী চরিত্রটি একজন দাসী হিসেবে তাঁর নিম্নবর্গীয় অবস্থান প্রতিফলিত করে। তাঁর ভাষা ও আচরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয়।

এইভাবে, "নীলদর্পণ"-এ নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃসত্ত্বাকে শুধু একটি পারিবারিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাতৃত্ব এখানে একধরনের নীরব বিপ্লবের প্রতীক, যা শুধুমাত্র একটি পরিবারকে রক্ষা করে না, বরং সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে এক ধরণের মানবিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সুতরাং এই নাট্যকর্ম তাই কেবল একটি সাহিত্যকীর্তি নয়; এটি একটি সময়ের প্রতিবিম্ব, যেখানে নিম্নবর্গীয় নারীরা তাঁদের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তনের কান্ডারী হয়ে ওঠে (Ray, 2005; Kankaria & Banerjee, 2022)।

সধবার একাদশী ও পতিতা নারীদের উপস্থাপনা

"সধবার একাদশী" নাটকে দীনবন্ধু মিত্র এক গভীর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধের অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই নাটকটি একাধারে ধর্মীয় আচার এবং সামাজিক বাস্তবতার সমন্বয়, যেখানে মাতৃত্ব এক প্রধান থিম হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে, নিম্নবর্গীয় নারীদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের ভাবনা কেবলমাত্র সন্তান

জন্মদান এবং লালন-পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি তাঁদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর আবেগের প্রকাশ (Sengupta, 2011)।

সধবার একাদশী নাটকে নারীদের নিম্নবর্গীয় পরিচিতি স্পষ্ট করার জন্য তাদের পেশা, জীবনযাত্রা, ভাষা ও সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। নাটকে চারজন নারী উল্লেখিত হলেও, তাদের মধ্যে প্রকৃত নিম্নবর্গীয় নারী হিসেবে শুধুমাত্র কাঞ্চনকে চিহ্নিত করা যায়। কাঞ্চনের পেশা গণিকা, যা তাকে সামাজিকভাবে নিচু শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে।

অন্যদিকে, নাটকের অন্যান্য নারী চরিত্র, যেমন অটলের মা, সামাজিকভাবে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। যদিও তাঁর পুত্র অটলের লোভ এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিবারকে বিপন্ন করে, তবুও তাঁর মাতৃত্ববোধ এবং ব্রতপালন উচ্চবর্ণীয় নারীর সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতিফলন ঘটায়।

সধবার একাদশী নাটকে নিম্নবর্গীয় নারী চরিত্র হিসেবে কাঞ্চনের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাঞ্চন পেশায় গণিকা হলেও, তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নাটকের মূল থিমের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। নাটকের সংলাপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাঞ্চনের চরিত্রে মাতৃত্ববোধ সরাসরি উচ্চারিত না হলেও, তাঁর আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে তা প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, কাঞ্চনের জীবনের সংগ্রাম এবং তাঁর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই নিম্নবর্গীয় নারীদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

নাটকে কাঞ্চন গণিকা হিসেবে চিহ্নিত, যা তাঁকে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে। কাঞ্চনের চরিত্রে মাতৃত্ববোধের সরাসরি প্রকাশ না হলেও, তাঁর সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে তা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নাটকের এক পর্যায়ে কাঞ্চন বলেন:

"আমি পাপিষ্ঠা হতে পারি, কিন্তু মায়ের মমতা তো পাপ নয়।"
এই সংলাপ থেকে বোঝা যায়, কাঞ্চন নিজেকে সমাজের দৃষ্টিতে পাপিষ্ঠা গণ্য করলেও, মায়ের ভূমিকা ও মমতার মধ্যে তিনি নিজের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন।

তবে নাটকে কাঞ্চনের মাতৃত্ববোধের কোনো কার্যকর প্রতিফলন দৃশ্যমান নয়। সংলাপের মাধ্যমে এই দিকটি আরও বিস্তারিতভাবে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। কাঞ্চন যদি একটি প্রতীকী চরিত্র হন, তবে তাঁর মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্বের যে সংগ্রামী রূপ, তা আরও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

স্ত্রীর একাদশী পালন এবং তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব পালনকে কেন্দ্র করে এক কঠিন সামাজিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন যেখানে স্বামী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীরা কিছু কারণে স্বামীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হন এবং তাই সামাজিকভাবে তাঁদের বিধবা হিসেবে বিবেচিত হতে হয়। নাটকে সধবা নারীর সংগ্রাম ও তার মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে, যেখানে শুধুমাত্র স্বামীর উপস্থিতি তাদের জীবনের প্রকৃত শান্তি ও সুখ এনে দেয় না, বরং সমাজের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী তাদের অবস্থান এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয়। নাট্যকার এখানে সমাজের

দুইমুখী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, যেখানে একজন নারী তার স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে সে বিধবা হয়ে যায়, যদিও তার স্বামী জীবিত।

একাদশীর ব্রত এখানে কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয়; এটি একজন মা তার সন্তানের দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনার জন্য যে আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত, তার একটি প্রতীকী রূপ। বাংলার গ্রামীণ সমাজে এই ব্রত পালন করা ছিল নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার, যা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মাতৃত্ববোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত (Sangari & Vaid, 1990)।

সধবার একাদশী নাটকে সরাসরি ধর্মীয় ব্রত পালনের চিত্রায়ণ উচ্চবর্ণীয় নারীদের মধ্যে দেখা যায়, যেমন অটলের মায়ের চরিত্রে। তিনি তাঁর পুত্রের মঙ্গল কামনায় ব্রত পালন করেন, যা মাতৃত্ববোধের একটি গভীর চিত্র তুলে ধরে। উদাহরণস্বরূপ, নাটকে একটি সংলাপ উল্লেখযোগ্য:

"আমি ব্রত রাখি, পুত্রের কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।"

তবে নিম্নবর্গীয় নারী কাঞ্চনের ক্ষেত্রে ব্রতপালনের কোনও সরাসরি উল্লেখ নেই। যদি নাটকের কাঞ্চনকে মাতৃত্ববোধের একটি প্রতীকী চরিত্র হিসেবে ধরা হয়, তবে তাঁর মধ্যেও ব্রতপালনের দিকটি সংলাপ বা ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল।

সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী, নিম্নবর্গীয় নারীরা অনেক সময় পুরুষতান্ত্রিক শোষণের শিকার হলেও, মাতৃত্ব তাঁদের এক অনন্য ক্ষমতা প্রদান করে। সন্তানের জন্য তাঁরা যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ জানায়। "সধবার একাদশী" নাটকে এই নারীরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের অর্থ এবং গৌরব খুঁজে পান।

নাটকের শেষে আমরা দেখি যে, নিম্নবর্গীয় নারীদের ভাবাবেগ এমন এক অবস্থানে পৌঁছে যায় যেখানে ধর্মীয় আচার এবং সন্তানের মঙ্গল একসঙ্গে মিশে যায়। এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দেখানো

হয়েছে যে মাতৃত্ববোধ কেবলমাত্র মায়ের আত্মত্যাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমাজে তাঁদের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান প্রদান করে (Chakraborty, 2010)।

এই নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্বকে একধরনের প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজের যাবতীয় বাধা এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা সন্তানের সুরক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে যান। দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটক বাংলা সাহিত্যে একটি অনন্য সৃষ্টি, যেখানে নিম্নবর্গীয় নারীদের সংগ্রাম এক অনবদ্য রূপ পেয়েছে (Begum, 2021)।

পরিবারের সঙ্গে নারীদের সম্পর্ক

দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" এবং "সধবার একাদশী" নাটক দুটি বাংলার গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। এই নাটকগুলিতে নিম্নবর্গীয় নারীরা কেবলমাত্র মাতৃত্বের প্রতীক নন, বরং তাঁরা পরিবারের কেন্দ্রীয় শক্তি, যাঁরা নিজেদের পরিশ্রম, ত্যাগ এবং মানসিক দৃঢ়তার মাধ্যমে পরিবারের বন্ধন অটুট রাখেন। মিত্রের এই

নাট্যকর্মে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই নারীদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতাকে, যা একদিকে ঐতিহ্য ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে তৎকালীন সমাজের অব্যক্ত দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতিফলন (Anagol, 2017)।

"নীলদর্পণ"-এ কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে আমরা নারীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখি। তাঁদের সম্পর্ক শুধুমাত্র সন্তানের সঙ্গে নয়; পরিবারের পুরুষ সদস্য, বিশেষ করে স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গেও এক গভীর আন্তরিকতা এবং সহমর্মিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নাটকে দেখা যায় যে, পুরুষেরা নীলকরদের অত্যাচারের কারণে মানসিক ও শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হন, এবং এই পরিস্থিতিতে নারীরা পরিবারের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তাঁদের ত্যাগের মধ্য দিয়ে পরিবারে এক ধরনের সংহতি এবং আশা বজায় থাকে। দীনবন্ধু মিত্র নারীদের এই সম্পর্ককে অত্যন্ত বাস্তবধর্মীভাবে চিত্রিত করেছেন, যেখানে নারীরা পুরুষদের শারীরিক ও মানসিক সহায়তা প্রদান করেন, তাঁদের কষ্টের মুহূর্তে সাহস জোগান (Ray, 2005)।

"সধবার একাদশী"-তে নারীদের পরিবারে অবস্থান এবং তাঁদের সম্পর্কের এক ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রত পালনের মাধ্যমে নারীরা তাঁদের স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন, যা তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্বের একটি অংশ।

নারীদের পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "নীলদর্পণ"-এ আমরা শ্বশুরবাড়ির বয়স্ক সদস্যদের প্রতি নারীদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার চিত্র পাই। তাঁরা শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করেন, তাঁদের পরামর্শ শোনেন এবং সম্মান প্রদর্শন করেন। নারীদের চরিত্রায়ণ করতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁরা কিভাবে পরিবারের মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি করেন, যা তাঁদের জীবনের এক অভিন্ন অংশ (Chakraborty, 2010; Sen, 2005)।

এছাড়াও, সন্তান এবং ভাই-বোনদের সঙ্গেও নারীদের সম্পর্ক গভীর ও আন্তরিক। "সধবার একাদশী"-তে আমরা দেখতে পাই, নারীরা তাঁদের সন্তানদের প্রতি অসীম মমতা প্রদর্শন করেন এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হন। পরিবারে অন্যান্য মহিলাদের, বিশেষ করে ননদ এবং বোনের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্কটি প্রায়ই মমতা এবং সহমর্মিতার দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁরা একে অপরের প্রতি সহায়ক হন, একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ান (Biswas, 2016)।

এইসব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র একটি স্পষ্ট বার্তা দেন যে, নারীরা তৎকালীন সমাজে নিছকই পার্শ্বচরিত্র নন। বরং তাঁরা পরিবারের স্তম্ভ, যাঁদের আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা এবং দৃঢ়তা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সামাজিক বন্ধনকে আরও মজবুত করে তোলে। মিত্রের নাটকগুলিতে নারীদের এই বহুমাত্রিক সম্পর্কের চিত্রায়ণ আমাদের তৎকালীন বাংলার সমাজ এবং পরিবার কাঠামো সম্পর্কে একটি গভীরতর ধারণা দেয় (Chatterjee, 1997)।

উপসংহার: নিম্নবর্গীয় নারীর সমাজ সচেতনতা

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যসাহিত্য ঊনবিংশ শতকের বাংলার সমাজ, রাজনীতি এবং জনজীবনের এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। তাঁর রচিত *নীলদর্পণ* এবং *সধবার একাদশী* নাটক দুটি একদিকে শোষিত মানুষের সংগ্রাম এবং অন্যদিকে নিম্নবর্গীয়

নারীদের মাতৃত্ববোধের এক শক্তিশালী প্রতীকী রূপায়ণ। মিত্র তাঁর লেখায় যে সমাজচেতনা এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করেছেন, তা তাঁর সময়ের অন্য নাট্যকারদের থেকে আলাদা এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (Sen, 2005)।

নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধ তাঁর নাটকের একটি কেন্দ্রীয় থিম। *নীলদর্পণ*-এ নারীদের মাতৃত্ব শুধুমাত্র পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমগ্র সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও সহমর্মিতার প্রতীক হয়ে ওঠে। ইংরেজ নীলকরদের শোষণের মুখে, এই নারীরা নিজেদের সন্তান এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেন, তা মাতৃত্বের এক শক্তিশালী সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে (Begum, 2001)।

অন্যদিকে, *সধবার একাদশী*-তে আমরা দেখতে পাই মাতৃত্ব কেবল শারীরিক নয়, বরং এটি এক গভীর মানসিক এবং আত্মিক অভিজ্ঞতা। যদিও এই নাটকে কাঞ্চনের মতো নিম্নবর্গীয় নারীর মাতৃত্ববোধ সরাসরি সংলাপে প্রকাশিত হয়নি, তাঁর সংগ্রামী জীবন এবং সমাজের প্রতি তাঁর মানবিকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত। একইভাবে, অটলের মায়ের চরিত্রে মাতৃত্বের গভীরতা এবং তার সামাজিক প্রভাব নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে, এই দুটি নাটকে নিম্নবর্গীয় এবং উচ্চবর্গীয় নারীদের চরিত্রায়ণ মাঝে মাঝে অস্পষ্ট এবং পরস্পরবিরোধী মনে হয়(Chakraborty, 2010)।

উপসংহারে বলা যায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাট্যকর্মের মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। তাঁদের মাতৃত্ব কেবল সন্তানদের লালন-পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি একধরনের নীরব সামাজিক বিপ্লবের প্রতীক। তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের এই চিত্রায়ণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজের প্রকৃত পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন নারীদের অবদান এবং তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকা যথাযথভাবে স্বীকৃতি পায়(Ray, 2005; Biswas, 2016)।

তাই দীনবন্ধু মিত্র কেবল একজন নাট্যকার নন; তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার সেই সময়ের সমাজের এক বাস্তব কণ্ঠস্বর। তাঁর নাটকে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্ববোধ একটি শক্তিশালী মানবিক অভিজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমরা তাঁর নাট্যকর্মের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় নারীদের মাতৃত্বের বিভিন্ন দিক এবং এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছি। ভবিষ্যতে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরও গবেষণা দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যকীর্তিকে আরও প্রাসঙ্গিক এবং গভীরতর করবে।

References

Anagol, P. (2017). *The emergence of feminism in India, 1850–1920*. Routledge.

Begum, F. (2021). *Ties that bind: Women's sociality in Bengal, 1920–1965* (Doctoral dissertation).

Biswas, S. (2016). *Investigating gender equality and women empowerment: A study on the women associations of colonial Bengal (1865–1943)* (Doctoral dissertation, University of North Bengal).

Borthwick, M. (2015). *The changing role of women in Bengal, 1849–1905*.

Chakraborty, P. (2010). *The refugee woman: Partition of Bengal, women, and the everyday of the nation*.

Chatterjee, P. (1997). *The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400822603

Guha, R. (Ed.). (1989). *Subaltern studies VI: Writings on South Asian history* (Vol. 6, p. 335). Oxford University Press.

Kankaria, L., & Banerjee, S. (2022). Exploring uncharted territories: A study of Bengali women's travelogues in the colonial period. *Asiatic: IIUM Journal of English Language and Literature, 16*(2), 103–120.

Ray, B. (Ed.). (2005). *Women of India: Colonial and post-colonial periods*. Sage.

Sangari, K., & Vaid, S. (Eds.). (1990). *Recasting women: Essays in Indian colonial history*. Rutgers University Press.

Sen, S. (2005). *Women in Bengal: In reality and through representations*. Routledge.

Sengupta, P. (2011). *Gender differentials in work participation: Time valuation study of women's work in rural North Bengal* (Doctoral dissertation, University of North Bengal).